তারিখ ... 2 8 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... ৫ ...
ভোরের কাগজ

বুয়েটে ছাত্রদলের হামলা আহত ১২ ছাত্রছাত্রী

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আজ থেকে ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের হামলার ঘটনায় আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। আসন্ন দুর্গাপূজার ছুটি বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর গতকাল মঙ্গলবার হামলা চালায় ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ছাত্রদল এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা ভিসি মোঃ আলী মূর্তাজাকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং ছাত্রদলের ক্যাডারদের ওপর চড়াও হয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। সংঘর্ষে ছাত্রদলের ৪ জনসহ মোট ১২ জন আহত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের আন্দোলন ভিসির অপসারণের দাবিতে পরিণত হয়। তারা ভিসির পদত্যাগের দাবিতে বুয়েটে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করেছে। বর্তমানে বুয়েটে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। যেকোনো সময় আবারো বড়ো ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বুয়েটে দুর্গাপূজার ছুটি এতোদিন ৭ দিন করা হলেও এবার কর্তৃপক্ষ তা কমিয়ে একদিন করে। বুয়েটে কর্তৃপক্ষের এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় হিন্দু, মুসলমানসহ সব ধর্মের শিক্ষার্থীরা। পূজার ছুটি ৭ দিন করার দাবিতে তারা আন্দোলনে নামে। দাবির সমর্থনে তারা মানববন্ধন, ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম

বুয়েটে ছাত্রদলের হামলা

● প্রথম পাতার পর

প্রতীক অনশন কর্মসূচি ও উপাচার্য বরবার স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবিতে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। গতকাল ধর্মঘটের প্রথম দিনে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা দুপুর দেড়টার দিকে উপাচার্য মোঃ আলী মূর্তাজার সঙ্গে দেখা করলে তিনি ছাত্রছাত্রীদের দাবি অনুযায়ী ছুটি ৭ দিন করার আশ্বাস দেন। ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ মিছিল নিয়ে বুয়েট শহীদ মিনারে জড়ো হয়। এর কিছুক্ষণ পর ভিসি আলী মূর্তাজা শহীদ মিনারে এসে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দিয়ে শহীদ মিনার ত্যাগ করতে বলেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ করলে তিনি পুলিশ দিয়ে দুজন ছাত্রকে তাৎক্ষণিক আটক করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে তিনি পুলিশের সহযোগিতায় ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

ভিসি চলে যাওয়ার কিছু সময় পরে বুয়েট শাখা ছাত্রদলের সভাপতি মাসুমসহ ২০-২৫ জন নেতাকর্মী এসে ভিসির মতোই তাদের চলে যেতে নির্দেশ দেয়। ছাত্রছাত্রীরা নির্দেশ মানতে রাজি না হওয়ায় ক্যাডাররা এ সময় হামলা চালায়। হামলায় অনুপ, হিমাদ্রী, নয়ন, রোমেলসহ ১০-১২ জন নেতাকর্মী আহত হয়। কিছুক্ষণ পর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একত্রিত হয়ে ছাত্রদলের ওপর চড়াও হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হামলায় ছাত্রদল ক্যাডার রাসেল, অন্তসহ ৫-৬ জন আহত হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ছাত্রদলকে শহীদ মিনার এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে।

তাৎক্ষণিক বুয়েট শহীদ মিনারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ছাত্রছাত্রীরা জানায়, ভিসির সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছেন এবং আমাদের ওপর ছাত্রদলের ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়েছেন। ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভিসির অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত বুয়েটে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে।

প্রেস ব্রিফিং শেষে আন্দোলনরত ছাত্ররা হলে ফিরে যায়। বর্তমানে বুয়েট ক্যাম্পাস জুড়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। আজ পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভিসি আলী মূর্তাজা সাংবাদিকদের বলেন, বুয়েটের মাত্র ১০ ভাগ হিন্দু ছাত্রছাত্রীর দাবি আমি মেনে নিয়েছি। এরপর তারা যে উস্কানিমূলক আচরণ করেছে তা রীতিমতো বাড়াবাড়ি। এর বেশি কিছু তিনি বলতে রাজি হননি।

বুয়েট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গতকাল সকাল থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে অবস্থান নিয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ব্যক্তিবর্গকে প্রবেশে বাধা দেয় ও নাজেহাল করতে থাকে। উপাচার্য সকালে মর্নিং ওয়াকের সময় ছাত্রছাত্রীদের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং ছাত্রছাত্রীদের দাবি দুপুরে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আলাপ করে জানানোর কথা বলেন। সভায় ছাত্রছাত্রীদের দাবি এবং একাডেমিক প্রোগ্রামের সার্বিক বিবেচনায় তাদের ৭ দিন ছুটি দেওয়া হয় এবং ঐ সার্কুলার দুপুর ১২টায় গেটে পৌঁছানো হয়। কর্তৃপক্ষ আশা করছিলেন এর পর গেট অবরোধ করে রাখার কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না। কিন্তু লক্ষ্য করা গেলো তারা গেটে অবস্থান অব্যাহত রেখে সাধারণ লোকজন যারা বিভিন্ন কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তাদের এবং আবাসিক এলাকার লোকজনদের গেটে অযথা হয়রানি করতে থাকেন। উপাচার্য জোহরের নামাজ আদায়ের জন্য বকশীবাজারের আবাসিক এলাকার গেটে একজন ছাত্রকে অছাত্রসুলভ আপত্তিকর ড্রেস পরার কারণ এবং তার স্টুডেন্ট নম্বর জিজ্ঞাসা করেন। সে কোনো উত্তর না দেওয়ায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বলেন। উপাচার্য নামাজ শেষে গেট দিয়ে ঢোকার সময় ছাত্ররা তাকে বাধা দেয়। এ সময় ছাত্ররা উপাচার্য ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ছাত্রদের এ ধরনের অছাত্রসুলভ আচরণে কর্তৃপক্ষ মর্মাহত। তাদের দাবি অনুযায়ী পুরো সপ্তাহ ছুটি দেওয়ার পরও এ ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরনের কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনাম রক্ষায় চক্রান্তকারীদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আসন্ন দুর্গাপূজার ছুটি ৭ দিন করার দাবিতে বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গতকাল ক্যাম্পাসে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কার্যক্রমের আয়োজন করে -ভোরের কাগজ